

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com



এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

নবম বর্ষ, সংখ্যা : ০৭, সাপ্তাহিক ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 15th Feb. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 9, Issue 7, Rs. 2

পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৮ ফেব্রুয়ারি

বিশেষ প্রতিবেদক : ভারতের নির্বাচন কমিশনের সচিব পবন দিওয়ান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার একটি আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ তীব্র সংশোধন বা এসআইআরের কার্যক্রমের সূচি পুনরায় নির্ধারণ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশে বলা হয়েছে, চলমান এস আই আরের নোটিশ শুনানি কার্যক্রমকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সম্পন্ন করতে হবে। এরপর দলিল যাচাই-নিষ্পত্তি ২১ ফেব্রুয়ারি, পোলিং স্টেশনের র‍্যাশনালাইজেশন ২৫

ফেব্রুয়ারি এবং ভোটার তালিকার স্বাস্থ্যগত প্যারামিটার যাচাই ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবশেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের নির্দেশনার আলোকে নেওয়া হয়েছে, যেখানে কমিশনকে পশ্চিমবঙ্গের এস আই আর এর সময়সীমা ও বিভিন্ন ধাপের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম শৃঙ্খলবদ্ধভাবে সম্পন্ন করার

কথাই বলা হয়েছিল। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, এস আই আরের কাজের



নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে ও তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের সময় বাড়ানো হয়েছে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি নাগাদ ঠিকভাবে

সমস্ত কার্যক্রম শেষ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের চেষ্টা চলছে।

তালিকা প্রকাশের পর, যদি কোনো ভোটারের নাম অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তাঁরা নিজের জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারবেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং প্রয়োজন হলে রাজ্য নির্বাচন অফিসের কাছে পুনরায় আবেদন করার সুযোগও থাকবে।

এবারের এই রোল সংশোধন প্রক্রিয়া রাজ্যের ভোটার তালিকাকে আরও নিখুঁত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার অংশ, যাতে আগামী নির্বাচনে গড় ভোটার সংখ্যা ও তথ্যগুলোর উন্নত মান বজায় থাকে।

একনজরে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কিছু তথ্য



নিজস্ব প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মোট ২৯৪টি আসনে ভোট হওয়ার পর জয়ী প্রার্থীরাই রাজ্য সরকার গঠন করবেন। সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা : সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ১৪৮টি আসন।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও প্রধান দলসমূহ : তৃণমূল কংগ্রেস ---- রাজ্যের বর্তমান শাসক দল। এই দলের মুখ্য নেতা হলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ২০২১ সালের ভোটে এই দল ২১৫টি আসন পেয়ে রাজ্যে নতুন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ২০২৬ এর নির্বাচনে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে এই দল শুরু থেকেই ২১৫ টিরও বেশি আসনে জয়ী হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি ---- রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল, এই দলের বিরোধী দল নেতা হিসাবে পরিচিত শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির নির্বাচনী লড়াই। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৭৭টি আসন, এবারে ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বদেব আশা রাজ্যে এবার পালা বদল হবে অর্থাৎ তারাই বেশি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবেন এবং সরকার গঠন করবে।

কংগ্রেস ও বামপক্ষ : কংগ্রেস নিজেরা ২৯৪টি আসনেই করবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থাৎ কোনও জোট ছাড়াই তারা অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছে। বামপক্ষের সঙ্গে জোট না হওয়ায় রাজ্যের বিরোধী শক্তিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করার সম্ভাবনা বাড়ছে।

ভোটার তালিকা ও প্রস্তুতি : রাজ্যে এখন নির্বাচনী তালিকা তৈরির কাজ চলছে দ্রুতগতিতে, যা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়েও কিছু কিছু স্থানে অনেকের নাম ভুলভাবে বাদ দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নির্বাচনী রাজনৈতিক উত্তাপ রয়েছে।

সরকার গঠন : ভোটের সময়সীমা শেষ হবে ৭ মে ২০২৬ এর মধ্যে। তারমধ্যেই সরকার গঠন করতে হবে।

অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের ওপর আলোকের জয় মহা শিবরাত্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন : এ বছর মহা শিবরাত্রি তিথি ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে মানে রবিবার। এবং চতুর্দশী তিথি অনুযায়ী এই দিনের পূজা-অনুষ্ঠান চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চতুর্দশী তিথি শুরু : ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা পাঁচটা চার মিনিটে। চতুর্দশী তিথি শেষ : ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল পাঁচটা ৩৪ মিনিট পর্যন্ত।

নিশীথ কালে বা মধ্য রাতে শিবরাত্রির জন্য শুভ মুহূর্ত : ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা ০৯ মিনিট থেকে মধ্যরাত ১টা এক মিনিট পর্যন্ত।

এ ছাড়া ১৬ শিবরাত্রির রাতটা সাধারণত চার প্রহর ধরে পূজা চলে-- প্রথম প্রহর সন্ধ্যা থেকে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর মধ্যরাত, আর চতুর্থ প্রহর ভোর পর্যন্ত।

মহা শিবরাত্রি হলো হিন্দু ধর্মের এক অত্যন্ত পবিত্র উৎসব, যা শ্রী মহাদেব বা শিব এলোকেশ্বরকে উৎসর্গ করে। এই রাতকে বলা হয় শিবের মহান রাত।

অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই

দিনেই শিব ও পার্বতীর বিয়ে হয় এবং তাই প্রেম ও নিকট সম্পর্কের প্রতীক হিসেবেও এটা উদ্‌যাপিত হয়।

পুরাণ মতে এই রাতে শিবের জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভাব ঘটে, যা আদিদেব শিব এর অনন্ত ও চিরস্থায়ী রূপকে নির্দেশ করে।

শিবের তান্ডব নৃত্যের কারণে এই রাতকে শক্তি, সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিনিময়ের রাত হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

অনেকে এই সময় সারাদিন ধরে উপবাস করেন এবং রাত জাগরন চালিয়ে যান। শিবলিঙ্গে জল, দুধ, বেলপাতা, ফুল, ধূপ-দীপ ইত্যাদি দিয়ে বিশেষ পূজা ও

অভিষেক করা হয়। মন্ত্র জপ, ধর্মীয় পাঠ ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মিক শুদ্ধি ও মনঃশান্তি লাভের প্রচেষ্টা করা হয়। মহা শিবরাত্রি বোঝায় অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের ওপর আলোকের জয়, আত্মশুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের অস্থিরতা থেকে মুক্তি প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় বলেও অনেকে বিশ্বাস করেন।





KHABARER GHANTA

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবশে ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার (শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট), ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ্র (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসিকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ্র

সম্পাদকীয়

মানুষের পাশে খবরের ঘন্টা

পরিবর্তিত সময়, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি এবং সংবাদ পরিবেশনের নতুন ধারার মধ্যেও আমরা বিশ্বাস করি-- বিশ্বস্ততা, সত্যতা ও মানুষের পাশে থাকার মানসিকতাই একটি সংবাদমাধ্যমের প্রকৃত শক্তি।

সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষার জন্য আত্মত্যাগের যে অনন্য ইতিহাস বাঙালির, তা বিশ্বসভায় এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের রক্তে রঞ্জিত সেই দিন আমাদের শিখিয়েছে-- ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, ভাষা আমাদের পরিচয়, সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার প্রতীক।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ও সুমধুর ভাষা। এই ভাষায় রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের অমর সৃষ্টি-- এই ভাষাতেই গ্রামীণ জনপদের সুখ-দুঃখ, শহরের আন্দোলন, মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্প প্রতিদিন ধ্বনিত হয় মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানে কেবল একটি দিন পালন করা নয়-- বরং প্রতিদিন সঠিক ও শুদ্ধ ভাষাচর্চার মাধ্যমে তাকে মর্যাদা দেওয়া।

এই অবস্থায় খবরের ঘন্টা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করে, নিভীক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কথা তুলে ধরবে। আমরা চাই এই পত্রিকা হোক মানুষের কণ্ঠস্বর, উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গী।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক-মুহুর্তে আমরা সকল ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতাই আমাদের পথচলার প্রেরণা।

শুভেচ্ছান্তে

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

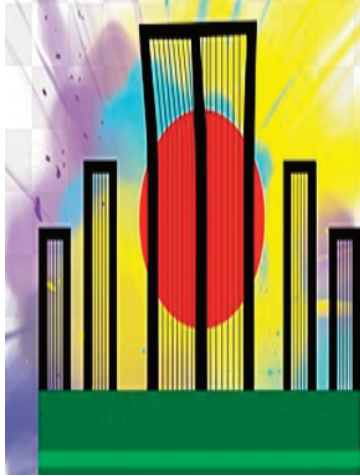
কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

বাংলা পৃথিবীর অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ভাষা

সুরত দাশগুপ্ত (রায়গঞ্জ)



বিশ্বে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সরকারি ভাষা, এছাড়াও আসাম, ঝাড়খন্ড, আন্দামানসহ বহু জায়গায় ব্যবহৃত বাংলা ভাষা। সাহিত্য, গান, সিনেমা, সংবাদমাধ্যম-- সব জায়গাতেই বাংলা সক্রিয়। যে ভাষায় এত মানুষ কথা বলে, সেই ভাষা হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। এই দিক থেকে বাংলা খুই নিরাপদ।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে আধুনিক লেখকরাও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। গান, কবিতা, নাটক, সিনেমা-- সব জায়গায় বাংলা জীবন্ত।

ভাষা তখনই টিকে থাকে, যখন তা দিয়ে মানুষ ভালোবাসা, প্রতিবাদ, হাসি, কান্না-- সব প্রকাশ করতে পারে। বাংলা সেটা আজও পারে।

আগে ভয় ছিলো ইন্টারনেট এলে সবাই ইংরেজিতে চলে যাবে। কিন্তু বাঙ্ক স্তবে কি হয়েছে? ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ-- সব জায়গায় বাংলা কনটেন্ট বাড়ছে। আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যম, ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ-- বাংলা খবর ও মতামতের বড় ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষ এখন মোবাইলে বাংলায় লিখছেন, পড়ছেন, কথা বলছেন। স্থানীয় খবর, মানুষের কথা, মাটির ভাষা-- এসবই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে। সেইদিক থেকে

সংবাদমাধ্যমের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এখন বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এটা পরিস্কার বলা যায়, ডিজিটাল যুগ শুরু হলেও বাংলা হারিয়ে যাচ্ছে না, বরং নতুন রুপে ছড়িয়ে পড়ছে। এরমধ্যেও কিন্তু চিন্তার দিক রয়েছে। যেমন ভাষার মধ্যে ইংরেজির মিশ্রণ। শহরে জীবনে এখন ‘বাংলিশ’ খুব সাধারণ। “আমি একচুয়েলি ওকে কল করেছিলাম”-- এই ধরনের ভাষা বাড়ছে। এতে ভাষা বদলাচ্ছে, সরলতা কমছে। আগে গল্পের বই, উপন্যাস পড়া ছিলো খুব সাধারণ। এখন অনেকেই শুধু ছোটো ভিডিও দেখে-- দীর্ঘ লেখা পড়ার ঐশ্বর্য কমছে। ভাষার গভীরতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা এখানেই। স্কুলে বাংলার গুরুত্ব কমছে। অনেক অভিভাবক ভাবেন, ‘ইংরেজি জানলেই ভবিষ্যৎ ভালো।’ ফলে শিশুরা বাংলায় ভাবতে, লিখতে, সাহিত্য পড়তে কম আগ্রহী হচ্ছে। ভাষা তখনই দুর্বল হয়, যখন নতুন প্রজন্ম তাকে ব্যবহার না করে, শুধু পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে ফেলে।

ভাষা মরে না, বদলায়। একটা বড় সত্যি হলো-- ভাষা কখনও স্থির থাকে না। বাংলাও বদলাচ্ছে, বদলাবে। নতুন শব্দ আসবে, পুরনো শব্দ হারাবে। উচ্চারণ পাল্টাবে। এটা ধ্বংস নয়, এটা ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন। যতদিন মানুষ বাংলায় ভালোবাসবে, রাগ করবে, গান গাইবে, গল্প করবে--ততদিন বাংলা বেঁচে থাকবে। বাংলা ভাষা বিপন্ন নয়, কিন্তু দায়িত্বহীন হলে দুর্বল হতে পারে। আমরা যদি-- বাংলায় কথা বলি, বাংলায় লিখি, শিশুদের বাংলা বই পড়তে উৎসাহ দিই, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভাষাকে সম্মান করি। তাহলে বাংলা শুধু বেঁচেই থাকবে না, আরও শক্তিশালী হবে। ভাষা আসলে শব্দ না, এটা পরিচয়--স্মৃতি, মাটি আর মানুষের আত্মা। আর বাংলা সেই দিক থেকে এখনও খুব জীবন্ত, খুব উর্বর, খুব আবেগময়।

আমার ভাষা বাংলা ভাষা

ডঃ অসমঞ্জ সরকার
(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, উত্তরবঙ্গ
বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা,
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)



মোদের গর্ব বাংলা ভাষা।
মোদের আশা, মোদের ভরসা।
যে ভাষায় মোরা বলি কথা।
যে ভাষায় প্রকাশ করি নিজের ব্যথা।
দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, আবেগ আর
গল্প-গাথা।
এই ভাষাতেই ধরে রাখি।
মোদের মনের ইচ্ছে পাখি।
সে পাখি ডানা মেলে যায় উড়ে।
দূর পানে উঁচু কোন গাছের নীড়ে।
তারে যায় না ধরা, যায় না পাওয়া।
আপন মনে উড়ে চলে, কেউ করে না
ধাওয়া।
যাক না সে মন যাক হারিয়ে।
গগন পানে নীল আকাশে।
যেথা সপ্ত রঙে রাঙিয়ে মস্ত রামধনু।
করছে খেলা আকাশ মাঝে বাজিয়ে বেনু।
দেখবি কে আয়, আয় ছুটে আয়, হয়ে
নতজানু।
আজ ভাষার রঙে রঙ মাখিয়ে।
কল্পনায় মন মজিয়ে।
লিখতে হবে কতকিছু।
বঙ্কিম শরৎ, নজরুল রবির পিছু পিছু।
পলাশ-শিমুলে আগুন লাগে।
আকাশের গায়।
বনে বনে ছুটে মন হারিয়ে যায়।
রবির ছোঁয়া, শরতের হাওয়ায় প্রাণ
জুড়িয়ে
যায়।
কোথাও আসে মুক্তকেশী ধেয়ে কালো
মেঘের গায়।
মনে পড়ে বঙ্কিমের নবকুমার হয়।
এই ভাষারই মধুর স্বরে।
আবোলতাবোলে ঝুলি ভরে।
এই ভাষাতেই রচিত হলো।
মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য।
রবিঠাকুরের গীতাঞ্জলি।
বাংলা ভাষার শ্রদ্ধাঞ্জলি
করছে তোমায় নোবেল জয়ী বিশ্বকবি।
লহ প্রণাম, হে কবি ভারতের রবি।
তাইতো বলি আমার ভাষা
তোমার ভাষা মোদের প্রাণের সবুজ
আশা।
আমাদেরই প্রিয় বাংলা ভাষা।

ঈশ্বর যেন ধনবান থাকেন

অশোক পাল
(ফুলবাগান, মুর্শিদাবাদ)



এ পৃথিবীর বুকে একটি শিশু জন্ম নেয়
মানুষ হিসাবে
আর শিক্ষিত জ্ঞানী পরিনত মানুষ
বিদায় নেয় কতনা পরিচয়
হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান বৌদ্ধ
কিন্মা ধর্মহীন---!
যে ভাষায় প্রথম মা ডাকে শিশু
যে ভাষায় শহীদের রক্তের দাগ
লাল হয় রাজপথ ---
যে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে
আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস।
সেই বাংলা ভাষা আজ কোনঠাসা
ধর্মাসক্ততার বিষ ঢুকেছে ভাষার পাতায়
বিশ্বজুড়ে তিরিশ কোটির বেশি বাঙালি
খন্ডে খন্ডে বিভক্ত,
এখন আর ভাষার জন্য নয়
ধর্মের মোহে খুন হয়
বাঙালির হাতে বাঙালি!
ভাষার জন্য নয় ধর্মের জন্য ধর্ষিতা হয়
অগণিত নারী!
পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি কেড়ে নেয়
কেউবা স্বধর্ম ত্যাগ করে ভিড়ে মিশে
যায়
ধর্ম ইজ্জত বাঁচাতে বাকিরা দেশত্যাগ
করে!
বাংলা ও বাঙালি ধর্মের অলীক সুখের
আশায়
অবনতির খাদে দিচ্ছে পাড়ি।
পাড়ায় পাড়ায় কতনা উপাসনালয়
ধনদৌলতের পাহাড় গড়েছে
ঈশ্বরের কি টাকার অভাব?
কোটি কোটি মানুষ দুবেলা খাবার পায়
না
তবুও ধর্মের কি অপার মহিমা
ঈশ্বর যেন ধনবান থাকে !!

বাংলা ভাষার স্মরণীয় দিন

অর্চনা মিত্র
(সভাপতি, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও
সংস্কৃতি সমিতি,
শিলিগুড়ি শাখা)



একুশে ফেব্রুয়ারি, উনিশে মে বাংলা
ভাষা আন্দোলনের একোয় ডাক
মহান হোক রক্তভেজা অশ্রু দিয়ে
লেখা উনিশে মে একুশে ফেব্রুয়ারি

শহিদের দান রক্তে বরানো সাজের
আজানে শঙ্খ ধ্বনিতে মর্মর ধ্বনি
বাংলা মায়ের ভাষা জড়িয়ে আছে
রক্তমাখা স্মৃতিচারণ বিজড়িত স্থান।

শহিদের মৃত্যু মিছিলে রফিক সালাম
জব্বার, এপার বাংলায় উনিশে মে
অসম বরাক উপত্যকায় শিলচর
রেলস্টেশনে এগারো জনের স্মৃতি।

বাংলা ভাষা শহিদদের রক্তে স্মরণে
ধরনীর বুকে বিশ্বের প্রথম
যোদ্ধা নারী কাছাড় রেলস্টেশন
কমলা ভট্টাচার্য উনিশে মে
চিরস্মরণীয় ভাষা বাংলার জন্মট বাঁধা।

একুশ ফেব্রুয়ারি উনিশে মে দুঃখে
গর্জে ওঠা গীতি বাংলার মুখর সুর
শহিদের কণ্ঠ ভাষা বাংলার
স্মৃতি জন্মট ব্যথা মোদের
মাতৃ বাংলা ভাষার শিকল পরা দিন।

শহিদ হলো শিলচরে এগারোটি
মায়ের সন্তান রক্ত দিয়ে লিখে দিলেন
বাংলা ভাষার সম্মানিত শহিদ সম্মান
বাঙালির চির স্মরণীয় দুটি দিন।

বসন্তের আগমন

কবিতা বনিক
(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)



বছর শেষে আসে যে জন, সে অতি
ভালোবাসারজন।
ঝেড়ে ফেলে পুরোন সব, করে নতুন
বরনের আয়োজন।
মধুমাসে কিশলয়ের ঝিলমিলি নাচের
তালে,তালে
খেলে যত মৌমাছি, প্রজাপতিরা ফুলে,
ফুলে।
অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম টীকায়
সে ব্রতধারীনি।
মর্মর ধ্বনিতে যে গান, তারই চরণের সে
ধ্বনি।
আমের ডালে কচি পাতায় মুকুল জাগায়
মোহ
কোকিলেরা কুহু তানে, তারে ভরে দেয়
স্নেহ।
দক্ষিণা বাতাসে ভাসে প্রেম, নব নব সুরে
গাঁথা।
প্রেমের মূর্তি ব্রতধারীনি, এসেছ গাইতে
প্রেমের কথা।
হে ব্রতধারীনি, বছর শেষে উড়িয়ে ধুলোর
উত্তরীয়া,
রঙ ছড়িয়ে দিকে দিকে বসন্ত এসেছে,
আমরা আনন্দিত।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন :
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

শিলিগুড়িতে লোকনৃত্যের রঙিন আসর



নিজস্ব প্রতিবেদন : গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের শুরু হয় তিনদিনের লোকনৃত্যের কর্মশালা ও অনুষ্ঠান। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, দার্জিলিংয়ের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালা ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে।

কর্মশালার সূচনালগ্ন থেকেই দীনবন্ধু মঞ্চ চত্বর মাদল ও ধামসার সুরে মুখর হয়ে ওঠে। তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু লোকনৃত্য শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন এই অনুষ্ঠানে। বিশেষ করে আদিবাসী ও নেপালি শিল্পীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল রঙিন ও প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, তাদের ছন্দ ও দলীয় পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১৮০ জন লোকশিল্পী এই তিনদিনের কর্মশালায়

অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিলো লোকনৃত্য ও আদিবাসী সংস্কৃতির সংরক্ষণ, চর্চা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তার সঠিক পরিচিতি তুলে ধরা। এ বিষয়ে লোক সংস্কৃতির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা প্রশিক্ষক নকুল বাঘোয়ার বলেন, “তরাই ও ডুয়ার্সের বহু আদিবাসী লোকনৃত্য শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে বহু আদিবাসী লোকনৃত্য ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়ার পথে। আমরা চাই এই কর্মশালার মাধ্যমে সেই সংস্কৃতির নতুন করে পুনরুজ্জীবন ঘটুক।” তিনি আরও জানান, এই ধরনের উদ্যোগ শিল্পীদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও শেখার সুযোগ তৈরি করে, যা ভবিষ্যতে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তি হতে পারে।

তিনদিনের এই আয়োজন শুধুমাত্র একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি লোকঐতিহ্য রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস।

একনজরে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কিছু তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মোট ২৯৪টি আসনে ভোট হওয়ার পর জয়ী প্রার্থীরাই রাজ্য সরকার গঠন করবেন।

সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠতা : সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ১৪৮টি আসন।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও প্রধান দলসমূহ : তৃণমূল কংগ্রেস ---রাজ্যের বর্তমান শাসক দল। এই দলের মুখ্য নেতা হলেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ২০২১ সালের ভোটে এই দল ২১৫টি আসন পেয়ে রাজ্যে নতুন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ২০২৬ এর নির্বাচনে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে এই দল শুরু থেকেই ২১৫ টিরও বেশি আসনে জয়ী হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি ---- রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল, এই দলের বিরোধী দল নেতা হিসাবে পরিচিত শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির নির্বাচনী লড়াই। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল ৭৭টি আসন, এবারে ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি

নেতৃত্বের আশা রাজ্যে এবার পালা বদল হবে অর্থাৎ তরাই বেশি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবেন এবং সরকার গঠন করবে।

কংগ্রেস ও বামপক্ষ : কংগ্রেস নিজেরা ২৯৪টি আসনেই করবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্থাৎ কোনও জোট ছাড়াই তারা অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছে। বামপক্ষের সঙ্গে জোট না হওয়ায় রাজ্যের বিরোধী শক্তিগুলো বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করার সম্ভাবনা বাড়ছে।

ভোটের তালিকা ও প্রস্তুতি : রাজ্যে এখন নির্বাচনী তালিকা তৈরির কাজ চলছে দ্রুতগতিতে, যা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ভোটের তালিকা সংশোধন নিয়েও কিছু কিছু স্থানে অনেকের নাম ভুলভাবে বাদ দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নির্বাচনী রাজনৈতিক উত্তাপ রয়েছে।

সরকার গঠন : ভোটের সময়সীমা শেষ হবে ৭ মে ২০২৬ এর মধ্যে। তারমধ্যেই সরকার গঠন করতে হবে।

মাতৃ ভাষা মাতৃ দুগ্ধ সমান

TERAI INTERNATIONAL SCHOOL

শান্তিনিকেতনের মডেল এ একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়

SCHOOL CODE: 19210203803

স্থাপিত - ২০২০

Dudha Jote, Tanjhora Bagan, Kharibari, Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., Pin - 734427

932367700, 9734965214, 8653342903 | terai.tis@gmail.com | www.tischool.in

শিলিগুড়িতে টেবিল টেনিস একাডেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন : শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মিউনিসিপাল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস একাডেমির। এই শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ পুরনিগমের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এবং টেবিল টেনিস জগতের বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড়েরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, শিলিগুড়ি দীর্ঘদিন ধরেই ক্রীড়া চর্চায় অগ্রগণ্য শহর হিসাবে পরিচিত। বিশেষ করে টেবিল টেনিসে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় এই শহর থেকে উঠে এসেছে। সেই ধারাকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করতেই এই আধুনিক একাডেমি গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়েরা প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা পাবে। এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও একাডেমির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সঠিক পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলে শিলিগুড়ির ক্রীড়াবিদরা ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এই উদ্যোগ কেবল ক্রীড়া উন্নয়নেই নয়, শহরের সামগ্রিক গৌরব বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।